২৬-১১-১৭ প্রাত: মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত-বাপদাদা" রিভাইস : ৩০-০৩-৮৩

সহজযোগী হওয়ার সাধন - অনুভবের অথরিটির আসন
(কুমারীদের সাথে সাক্ষাৎকার)

আজ বেহদ ড্রামার রচয়িতা, বাবা, ড্রামার ওয়ান্ডারফুল সঙ্গমযুগের দিব্য দৃশ্যগুলোর মধ্যে মধুবনের বিশেষ দৃশ্য দেখছেন । মধুবনের স্টেজে প্রত্যেক মুহূর্তে মজাদার, মনোরম পার্ট চলছে ; যা দূরে বসেও বাপদাদা যেন কাছ থেকে দেখতে পারছেন । এই সময় স্টেজে হিরো অ্যাক্টর কে ? ডবল পবিত্র আত্মারা, শ্রেষ্ঠ আত্মারা, যারা তাদের জাগতিক জীবনে পবিত্র এবং আত্মাও পবিত্র । সেইজন্য ডবল পবিত্র বিশেষ আত্মাদের হিরো পার্ট মধুবন স্টেজে অভিনীত হতে দেখে বাপদাদাও অতিশয় পুলকিত । কোন্ কোন্ প্ল্যান তোমরা বানিয়েছ, কি কি সঙ্কল্প করছ, কি ধরণের ওঠানামায় থাকো, বাপদাদা তোমাদের সাহস আর ওঠানামার খেলা দুইই দেখছেন । যুক্তি দিয়ে তোমাদের সাহস বাঁচিয়ে রাখা, এটা খুব ভালো । তোমাদের প্রবল উদ্যম-উদ্দীপনাও আছে । যতই হোক, সেইসঙ্গে অল্পস্বল্প 'হ্যাঁ' বা 'না'-এর মিক্সড সঙ্কল্পও থাকে । বাপদাদা এক মজাদার খেলা দেখছিলেন । তোমাদের অতি শ্রেষ্ঠ কামনা থাকে যে তোমরা অবশ্যই কিছু করে দেখাবে, কিন্তু মনে প্রবল উদ্যমের কামনা বা সঙ্কল্প তোমাদের চেহারায় ঝলক দেয়না । তোমাদের চেহারায় শুদ্ধ সংকল্পের চমক পার্সেন্টেজ মাত্রই বাবা দেখেছিলেন । এটা কেন ? এর কারণ কি ? তোমাদের শুদ্ধ সঙ্কল্প তো আছে কিন্তু সঙ্কল্পে শক্তি আছে স্বল্পমাত্রায় । সঙ্কল্প রূপী বীজ আছে কিন্তু শক্তিশালী বীজ যা প্রত্যক্ষ ফল অর্থাৎ প্রত্যক্ষ রূপে আনন্দ-উচ্ছলতায় দেখা দেবে, সেইরকম এখন আরও প্রয়োজন ।

চেহারায় উৎসাহ-উদ্দীপনার সবচেয়ে বেশি জমক বা ঝলক আনার সাধন হলো, প্রত্যেক গুণ, শক্তি এবং জ্ঞানের পয়েন্টের অনুভবে পরিপূর্ণতা । অনুভবই সবচেয়ে বড় অথরিটি । অথরিটির ঝলক চেহারায় আর আচরণে স্বতঃই বিকশিত হয় । বাপদাদা বর্তমানের হিরো পার্টধারী সবাইকে দেখতে দেখতে মৃদু হাসছিলেন । তোমরা খুশিতে নাচতে থাকো, কিন্তু কারও কারও নাচ সমস্ত বায়ুমণ্ডলকেও নাচিয়ে দেয় । তাদের অ্যাক্টে সেই ঝলকানি দেখা যায় । যাকে তোমরা বলো, নিজেরা রাস করতে করতে মাতিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ সবাইকে নাচিয়ে দেয় । সুতরাং, এমন আড়ম্বরপূর্ণ ঝলক তোমাদের আরও অনেক বেশি দেখাতে হবে । এর আধার কি তা' তোমরা শুনেছ । যারা শোনে এবং অন্যকে শোনায়, তোমরা সেইরকম হয়ে গেছ, কিন্তু সাথে সাথে অনুভাবীর প্রতিমূর্তি হওয়ার বিশেষ পার্ট প্লে করতে হবে । অনুভবের অথিরিটি যাদের আছে তাদের কখনও মায়ার বিভিন্ন রয়্যাল রূপের কোনো একটাও কৌশলে ভুলপথে চালিত করতে পারবেনা । অথরিটি সহ অনুভাবী আত্মারা সর্বদা নিজেদের পরিপূর্ন অনুভব করবে । নির্ণয় শক্তি, সহন শক্তি বা কোনরকম শক্তি থেকে তারা খালি হবেনা । বীজ যেমন সদাসর্বদা ভরপুর হয়, ঠিক তেমনই জ্ঞান, গুণ, শক্তি সবকিছুতে ভরপুর । একে বলা হয়ে থাকে মাষ্টার আলমাইটি অথরিটি হওয়া । এদের সামনেই মায়া নত হয়, তাদের নত করায় না । যেমন, যাদের হদের অথরিটি আছে এমন বিশেষ ব্যক্তিদের সামনে সবাই নত হয়, কারণ অথরিটির মহত্ব সবাইকে স্বতঃই নত করায় । সুতরাং, বাবা বিশেষ কি দেখেছিলেন ? অনুভবের অথরিটির সীটে তোমরা এখন সেট হচ্ছ । স্পিকারের সীট তোমরা নিয়ে নিয়েছ কিন্তু 'সর্ব অনুভবের অথরিটির আসন ' এখন নিতে হবে । তোমাদের বলা হয়েছিল যে দুনিয়ার মানুষের কাছে সিংহাসন আছে আর

তোমাদের আছে অথরিটির আসন । এই আসনে সদা স্থিত থাকো । তাহলেই তোমরা সহজ যোগী, সদা যোগী এবং স্বতঃ যোগী হয়ে যাবে ।

এখন অমৃতবেলার দৃশ্য তো আরও অনেক কৌতুকপ্রদ । কেউ কেউ তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে । কেউ ডবল দোলায় দোলে । কেউ হঠযোগী হয়ে বসে । কেউ কেবল নেমিনাথ হয়ে বসে । কেউ কেউ ধ্যানে মগ্নও হয়ে যায় । স্মরণ শব্দের অর্থের প্রতিমূর্তি হওয়ায় এখন বিশেষ অ্যাটেনশন দাও । যোগী আত্মাদের ঝলক চেহারায় প্রতিভাত হোক । যা তোমার মনে তা' অবশ্যই ললাটে ঝলক দেয় । এইরকম ভেবোনা যে মনে তো আমাদের অনেক কিছু আছে । মনের শক্তির দর্পণ তোমার চেহারা অর্থাৎ মুখ । যতই তোমরা বলো যে আমরা খুশিতে নাচি কিন্তু চেহারায় উদাসীনতা দেখে কেউ মানবেনা । সব হারানো চেহারা আর সবকিছু পাওয়ার চেহারার ফারাক তো তোমরা জানো, তাই না ! সবকিছু পাওয়ার খুশির চমক চেহারায় দেখা যেতে হবে । তোমার শুষ্ক চেহারা নয়, খুশির চেহারা যেন বিকশিত হয় । হিরো পার্টধারী বাচ্চাদের মহিমা বাপদাদাও গান । আজকাল তবুও তন মন সহ তোমরা ফ্যাশনেবল দুনিয়া থেকে সরে গিয়ে বাবাকে তোমাদের সহায় বানিয়েছ । এই দৃঢ় সঙ্কল্পের জন্য তোমাদের অনেক অনেক অভিনন্দন । সদা এই সঙ্কল্পে অনড় থাকো । বাপদাদা এই বরদান দেন । এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের খুশিতে, তোমরা স্নেহের পুষ্প অর্পণ করো । সেইসঙ্গে বাপদাদা, বাবা সমান সম্পন্ন হওয়া অথরিটি বাচ্চাদের শুদ্ধ সঙ্কল্প পরিপূর্ণ করার বিধি বলেন । তিনি অভিনন্দনও জানান এবং তোমাদের বিধিও বলেন ।

সবাই সমারোহ উদযাপন ক'রে, সম্পন্ন হওয়ার লক্ষ্য সাথে নিয়ে ফিরে যাচ্ছ, তাই তো ? যারা আদি থেকে তারা তো সেই একই পুরানোতে থেকে গেছে, কিন্তু তোমরা বাবা সমান হয়ে যাও । সবার ফটো তো নেওয়া হয়েছে, তাই না ! ফোটো এখানে স্মৃতিচিহ্ন হয়ে গেছে । এখন দিদি দাদীও দেখবেন যে অথরিটির আসনে কে কে কতখানি স্থিত হয়েছে ! সেন্টারে থাকাও কোনো বড় ব্যাপার নয়, কিন্তু বিশেষ পার্টধারী হয়ে পার্ট প্লে করাই হলো বিস্ময়ের । যাতে সবাই বলে, এই গ্রুপের সব আত্মা বাবা সমান সম্পন্ন স্বরূপ । খালি হয়োনা । খালি জিনিসই আন্দোলিত হয় । বিচক্ষণ হও অর্থাৎ সম্পন্ন হও । শুধু কুমারীদের জন্য নয়, কিন্তু সবার জন্যে । সম্পন্ন তো সবাইকে হতে হবে, তাই না ! তোমরা সবাই যারা এসেছ, মধুবনের বিশেষ উপহার, 'সর্ব অনুভবের অথরিটির আসন' সাথে নিয়ে যেও । এই উপহার কখনো তোমার থেকে আলাদা ক'রোনা । তোমরা সবাই এই উপহার নিয়েছ নাকি শুধু কুমারীরা এটা নিয়েছে ? এমনকি মধুবন নিবাসীও আজ এই উপহার নিয়েছে । কোথায় বসে আছো সেটা কোনো ব্যাপার না, তোমরা বাবার সামনে বসে আছো !

যারা এসেছে সেই কমল ফুলসম বাচ্চাদের, মধুবন নিবাসীদের, চারিদিকের দেশ-বিদেশের বাচ্চাদের এবং বর্তমান স্টেজের হিরো পার্টধারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের সবাইকে 'অনুভাবী ভব'র বরদানের সাথে বরদাতা বাবার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

কুমারীরা বিশেষ সঙ্কল্প করেছিল । তোমরা এই বিশেষ সঙ্কল্পের দ্বারা বিশেষ আত্মা হয়েছ ? তোমাদের বিশেষ সঙ্কল্প কি ছিল ? সদা মহাবীরনী (বীরাঙ্গনা) হয়ে বিজয়ী হবে, এই সঙ্কল্পই নিয়েছিলে, তাই না ! সদা বিজয়ী সদা মহাবীরনী নাকি অল্প সময়ের জন্য ? এরপরে কখনো কোনরকম মায়া তো আসবে না ? অর্ধকল্পের জন্য শেষ হয়েছে, কখনো সঙ্কল্পের দ্বন্দ্ব হবেনা তো ! কখনো ব্যর্থ সঙ্কল্পের তুফান আসবেনা তো ! যদি বারবার মায়ার আক্রমণে হেরে যাও, তোমরা কমজোর হয়ে যাবে ।

যেমন কারও যদি বারবার ধাক্কা লাগে তবে সেই ব্যক্তির হাড় কমজোর হয়ে যায়, তাই না ! তারপর প্লাস্টার লাগাতে হয়, এইজন্য কখনও কমজোর হয়ে হার মেনে নিওনা । মহাবীরনী হওয়া অর্থাৎ সঙ্কল্প করার সাথে সাথে সেই সঙ্কল্পের স্বরূপ হওয়া । এইরকম নয় যে সেখানে গিয়ে দেখবো, করবো....ভবিষ্যতে কিছু করার 'বো ' 'বো ' করা নয়; যে সঙ্কল্প নিয়েছ তাতে দৃঢ় থাকা, তবে বিজয় পতাকা উড়তে থাকবে । যখন এই দৃঢ় সঙ্কল্পের সাথে তোমরা অনেকে নিজ নিজ স্থানে ফিরে যাবে তো সর্বত্র জয়-জয়কার হয়ে যাবে । সবকিছু শুধুমাত্র একটা সঙ্কল্পে সহজ হয়ে যাবে । যে সঙ্কল্প করেছ তাতে জল দিতে থাকো । প্রত্যেক মাসের রেজাল্ট লিখো । কখনো কমজোর সঙ্কল্প করোনা । যাওয়ার আগে এই সঙ্কল্প শেষ করে যেও । তোমরা এই দৃঢ় সঙ্কল্প করে যাও যে, তোমরা সামনে এগোবে, বিজয়ী হবে । আচ্ছা ।

তোমাদের সবার আশা পূরণ হয়েছে ? কুমারীদের আশা পূরণ হয়েছে তো মাতাদেরও আশা পূরণ হয়েছে । এই সময় তোমরা অল্পই এসেছ এইজন্য ভালো চান্স লাভ করেছ । এই সময় কুমারীদের অনুযোগ অপসারিত হয়েছে । কোনো অনুযোগ নেই, সবাই কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছ, তাই না ! এখন দেখা যাবে নদী কোথায় বইবে । পুকুর হয় নাকি বড় নদী বা ছোট নদী নাকি কুয়া হয় ! কুয়া পুকুরের থেকেও তো ছোট হয়, তাই না ? তাহলে দেখা যাক কি হয় ! সেই রেজাল্ট তো আসবে, তাই না! কুমারীদের দেখে মনে হয় কত হাত বেরিয়েছে, সেখানে মাতাদের দেখে মনে হয় বার হওয়া তাদের জন্য একটু মুশকিল হয় । সুতরাং, এখন নির্বিঘ্ন হ্যান্ড হতে হবে । এইরকম সেবাও করোনা যে, তোমরা সেবা করার সাথে সাথে অন্যের সেবাও নিতে থাকবে; এটা করোনা । সেবার সাথে যদি অভিযোগ উঠে আসে তবে সেবার ফল বেরোবে না, এইজন্য নির্বিঘ্ন হতে হবে । এইরকম উচিৎ হবেনা যে, তোমরাই বিঘ্ন রূপ হয়ে দাদী দিদির সামনে আসতে থাকবে, সহায়ক হ্যান্ড হতে হবে । নিজে সেবা নিও না । তবেই সদা বিঘ্ন থেকে মুক্ত থাকবে এবং সেবাকে নির্বিঘ্নে এগিয়ে নিয়ে যাবে - এইরকম দৃঢ় সঙ্কল্প করে যেও । আচ্ছা ।

কুমারীদের গ্রুপের সাথে:-

তোমরা সবাই নিজেদের বিশেষ আত্মা মনে করো, তাই তো ? বিশেষ আত্মা অর্থাৎ বিশেষ কার্যের নিমিত্ত । তোমরা প্রত্যেকে এক বিশেষ বিশেষ কার্যের নিমিত্ত হয়েছ । তোমরা এক এক কুমারী ২১ কুলের উন্নতিসাধন করবে । যখনই যেখানে যাওয়ার অর্ডার পাও, তোমরা হাজির । তোমরা এইরকম বিঘ্নমুক্ত সেবাধারী, তাই তো ! যে সময় যে সেবা পাও, তোমরা হাজির । সেবা করা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ফল খাওয়া । যখন তোমরা প্রত্যক্ষ ফল পেয়ে যাও, তখন সেই ফল খেয়ে শক্তি লাভ করো । প্রত্যক্ষ ফল খেয়ে আত্মারা শক্তিশালী হয় । তোমাদের যখন এইরকম প্রাপ্তি, তখন তো তোমাদের সেটা করা উচিৎ, তাই না ! লৌকিকে তো একমাস চাকরি করবে, পরে টাকা পাবে । এখানে তো প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত করো । অবশ্যই এটা ভবিষ্যতের জন্য জমা হয় কিন্তু বর্তমানেও তোমাদের কিছু প্রাপ্তি হয় । তাহলে এইরকম ডবল ফল যে কার্যের জন্য পাওয়া যায় সেটাই আগে করা উচিৎ, তাই না ! কাউকে কাউকে বাপদাদা, দাদী- দিদি ডিরেকশন দিয়ে থাকেন - সার্ভিস করো, শ্রীমতে করলে নিজের দায়িত্ব থাকেনা । যখন তুমি মোহবশতঃ বা মনের দুর্বলতা থেকে করো, তখন সেটা শ্রেষ্ঠ হতে পারেনা । তোমার ট্রায়াল চলাকালীন তুমি যদি সন্তুষ্ট থেকে অন্যকেও সন্তুষ্ট করো, তুমি সার্টিফিকেট পাবে । অন্যদের সাথে সঙ্গতি রেখে চলার লক্ষ্য রাখতে হবে । ভাবো, আমাকে বদলাতে হবে । যারা

নিজেদের বদলানোর ভাবনা রাখে, তারা সবাই সব বিষয়ে বিজয়ী হয়ে যায় । যারা অন্যদের বদলানোর অপেক্ষা করে তারা ভুল পথে চালিত হয় এবং এই কারণে সদা নিজেকে বদলাতে হবে, তোমাকে নিজেকে করতে হবে । প্রথমে, সব বিষয়ে আগে নিজেকে রাখো অভিমানে নয়, কিন্তু কিছু করায় আগে রাখো তো সাফল্যই সাফল্য ।

পার্টিদের সাথে সাক্ষাৎকারঃ- বাপদাদা আগেই বাচ্চাদের বিশেষত্বের গুণ গান করেছেন । যারা বাপদাদার সমান সেবাধারী, সেই বাচ্চাদের বাপদাদা কোথায় রাখেন ? (নয়নে) সারা শরীরে নয়ন সবচেয়ে সূক্ষ্ম আর নয়নে যে মণি আছে তা' কত সূক্ষ্ম, ঠিক একটা বিন্দু ! সুতরাং, বাবার নয়নে যারা অন্তর্লীন হয় তারা অতি সূক্ষ্ম, পৃথক হয়েও অতি প্রিয় এবং বাবার অনুরাগী । তোমরা এটা অনুভব করছ তাই না ! ড্রামা অনুসারে তোমরা খুব ভালো চান্স লাভ করেছ । তোমরা এটা কেন ভালো বলো ? কারণ তোমরা যত বিজি থাকবে ততই মায়াজিৎ হয়ে যাবে । বিজি থাকার ভালো সাধন তোমরা পেয়ে গেছ, তাই না ! বিজি থাকার সাধন হলো সেবা । কোন সময় যখন মায়ার বিঘ্ন আসে সেই সময়ে, যারা সেবা করবে তারা তোমার সামনে এলে আগে নিজেকে ঠিক করে তাদের সেবা করবে । কি হয়েছে সেটা কোনো ব্যাপার নয়, তোমরা তৈরি হয়ে তারপরই তো মুরলি শোনাবে, তাই তো ! অন্যদের মুরলি শোনাতে শোনাতে নিজেকেও শুনিয়ে দিও । অন্যের সেবা করে, নিজেও সহায়তা লাভ করো, এইজন্য অনেক অনেক শ্রেষ্ঠ সাধন প্রাপ্ত হয়েছে । এক হলো তোমাদের নিজের পুরুষার্থ করা, আরেক হলো অন্যের থেকে সহযোগের প্রাপ্তির সাধন । তাহলে এটা ডবল হয়ে গেল, তাই না ! প্রবৃত্তির দেখভাল করতে করতে সেবার দায়িত্ব পালন করছ, এতেও ডবল লাভ হয়ে গেল । এটা যেন ঠিক সেইরকম রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে 'খুদা দোস্ত '-এর থেকে বাদশাহী পাওয়ার মতো । ডবল প্রাপ্তি, ডবল দায়িত্ব, কিন্তু ডবল দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও ডবল লাইট মনে করলে কখনো লৌকিক দায়িত্ব তোমাদের ক্লান্ত করবেনা কেননা তোমরা তো ট্রাস্টি, তাই না ? ট্রাস্টি কিভাবে ক্লান্ত হবে ! নিজের গৃহস্থী, নিজের প্রবৃত্তি মনে করলেই, বোঝা হয়ে যায় । যদি তোমারই নয় তাহলে আর বোঝা কিসের ! পাণ্ডবদের কখনো লৌকিক ব্যবহার, লৌকিক বায়ুমণ্ডলে বোঝা মনে হয়না তো ? সম্পূর্ণরূপে পৃথক অথচ প্রিয় ; বালক যে, সেই মালিক এইরকম নেশা থাকে তোমাদের ? মালিকভাবের নেশা বেহদের । বেহদের নেশা বেহদ (অনন্ত সময়) চলবে আর হদের নেশা হদ পর্যন্ত অর্থাৎ একটা সময়সীমা পর্যন্ত চলবে । সদা এই বেহদের নেশা তোমাদের স্মৃতিতে রাখো, বাবা কি কি তোমাদের দিয়েছেন । যে ঐশ্বর্য ভাণ্ডার তোমরা পেয়েছ তা' নিজেদের সামনে রেখে নিজেকে দেখ, সর্ব ধনসম্পদে তোমরা পরিপূর্ণ হয়েছ ? যদি না, তবে কোন ধনের খামতি আছে এবং কেনই বা তা' ধারণ হয়নি ? তারপরে সেই প্রমাণ থেকেই সবকিছু চেক করে ধারণ করো । এটা কোন্ সময় ? বাবা শ্রেষ্ঠ, প্রাপ্তিও শ্রেষ্ঠ, তোমরা নিজেরাও শ্রেষ্ঠ । যেখানে শ্রেষ্ঠত্ব সেখানে প্রাপ্তি আছেই । যদি সাধারণত্ব থাকে তবে প্রাপ্তিও সাধারণ । আচ্ছা ।

প্রশ্নঃ - বাবা কোন বাচ্চাদের জন্য গর্ববোধ করেন ?

উত্তরঃ - যে বাচ্চা কামাই (আয়) করে, বাবা সেইরকম বাচ্চাদের জন্য খুব গর্ববোধ করেন । প্রতি সেকেন্ডে শত গুনেরও বেশি আয় তোমরা জমা করতে পারো । যেমন একের পরে একটা শূন্য লাগালে ১০ হয়ে যায় , আরও একটা শূন্য দিলে ১০০ হয় । এইরকম এক সেকেন্ড বাবাকে স্মরণ

করো তো সেকেন্ড পার হয়ে গেল আর শূন্য বসে গেল, এতবড় কামাই এখনই জমা করতে পারো, তারপর অনেক জন্ম ধরে খেতে থাকবে ।

বরদানঃ – একাগ্রতার অভ্যাস দ্বারা মন –বুদ্ধিকে অনুভবের সীটে সেট করে নির্বিঘ্ন ভব

একাগ্রতার শক্তি সহজেই নির্বিঘ্ন বানিয়ে দেয় । এইজন্য মন – বুদ্ধিকে যে কোনও অনুভবের সীটে সেট করে দাও । একাগ্রতার শক্তি স্বতঃই 'এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় '- এই অনুভব করায় । এতে সহজেই একরস স্থিতি তৈরি হয় । সবার প্রতি কল্যাণের বৃত্তি থাকে, একাগ্রতার অভ্যাসে ভ্রাতৃভাবের দৃষ্টি থাকে । এইরকম আত্মাকে কখনো কোনও কমজোর সংস্কার, কোনো আত্মা বা প্রকৃতি, কোন প্রকারের রয়্যাল মায়া আপসেট করতে পারেনা ।

স্লোগানঃ – সেকেন্ডে বিস্তারকে সার–এ অন্তর্লীন করার অভ্যাসই তোমায় ফাইনাল সার্টিফিকেট এনে দেবে ।